নরসিংদীতে বাসায় ঢুকে স্কুলছাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা

নরসিংদী জেলা সংবাদদাতা

পলাশের ঘোড়াশাল ইউরিয়া সারকারখানার সংরক্ষিত এলাকার গুপ্তঘাতকরা ধরা পড়ছে না। এবার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এক কিশোরী। গত বৃহস্পতিবার রাতে গুপ্তঘাতকরা সারকারখানার সংরক্ষিত এলাকার কলোনির তিন তলায় আদিবা (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রীকে নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এ নিয়ে গত কয়েক বছরে ঘোড়াশাল সারকারখানার সংরক্ষিত এলাকায় অন্তত ৪ জন গুপ্তঘাতকদের হাতে খুন হয়েছে। বছরখানেক আগে ঘাতকরা ইয়াসিন নামে এক যুবককে কলোনির ছাদের উপর নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে মিনারা বেগম নামে সারকারখানার এক মহিলা কর্মচারিকে খুন করে রুমের ভিতর তালাবদ্ধ করে রাখে। এর কয়েক বছর আগে মোজাম্মেল হক নামে সারকারখানার আরেক কর্মচারিকে নামাজরত অবস্থায় নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে গুপ্তঘাতকের দল। এই ৪টি হত্যাকাণ্ডের একটিরও বিচার হয়নি। মুখোশ উন্মোচিত হয়নি একজন গুপ্তঘাতকেরও। পুলিশি তদন্তের সময় প্রভাবশালী মহলের ইঙ্গিতে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাই ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে আদিবা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকায় ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, আদিবার পিতা সারকারখানার হিসাব সহকারী আলমগীর হোসেন চাকরির পাশাপাশি পলাশ বাজারে একটি ওষুধের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আদিবা ঘোড়াশাল সারকারখানা হাইস্কুল এন্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। আদিবার মা সাহানা বেগম একজন ডায়বেটিক রোগী। বৃহস্পতিবার বিকেলে আদিবাকে নিয়ে বাজার থেকে স্কুল ড্রেস তৈরি করে বাসায় এসে মেয়েকে ঘরে রেখে মা সাহানা হাঁটাহাঁটি করতে চলে যায়। এসময় আদিবার বাবা আলমগীর হোসেন ওষুধের দোকানে কর্মরত ছিলেন। আদিবার মা হাঁটাহাঁটি শেষে বাসায় ফিরে দেখতে পায় বাসার মূল দরজা খোলা। আদিবার কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে দেখে কাপড়চোপড় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। আলমিরা ভাঙ্গা। বাথরুমে গিয়ে দেখে কিশোরী আদিবাকে হাত পা বেঁধে জবাই করে ফেলে রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় আদিবার মা সাহানা চিৎকার করতে থাকলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। ছুটে আসে আদিবার পিতা আলমগীর হোসেন। বাসায় ফিরে দেখতে পায় ঘাতকরা আলমীরা ভেঙ্গে নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার কাপড়চোপড়সহ কমবেশি ১০ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে পলাশ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত আদিবার লাশ উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করে। হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে এলাকাবাসী বলছে, এটি একটি ডাকাতির ঘটনা। ডাকাতি করার সময় আদিবা তাদের সম্ভবতঃ চিনে ফেলায় তারা আদিবাকে খুন করেছে। কিন্তু পুলিশ ডাকাতির মামলা রুজু করেনি। পুলিশ মামলা করেছে খুন এবং চুরির। এলাকাবাসী বলেছে এভাবেই ঘটনা ভিন্ন খাতে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের আর বিচার হয় না। ঘোড়াশাল সার কারখানা একটি সংরক্ষিত এলাকা। এই সংরক্ষিত এলাকার ভিতর একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে থাকলেও সারকারখানা কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ কারোরই টনক নড়ছে না।